কালের কণ্ঠ

তারিখ ..26 OCT 2015...
পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

বখাটেদের ভয়ে দুই বোন স্কুলে যায় না

নিজস্ব প্রতিবেদক, ময়মনসিংহ ▷

বখাটেদের ভয়ে দুই চাচাতো বোনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাওয়া বন্ধ। এখন বাড়ির বাইরে যেতেও ভয়। ময়মনসিংহ সদর উপজেলার কাতলাসেন গ্রামের ঘটনা এটি। মামলা করেও মেয়েদের ভয় কাটাতে পারছে না পরিবার। এ নিয়ে অভিভাবকরা চরম উদ্বেগে দিন যাপন করছেন।

ভুক্তভোগী দুই ছাত্রী, তাদের অভিভাবক ও এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, কাতলাসেন মাদ্রাসায় পড়ে এক মেয়ে। আরেক মেয়ে ডিকেজিএস ইউনাইটেড কলেজে পড়ে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দুই বোন এক সঙ্গে যাতায়াত করে। প্রায় ছয় মাস ধরে এলাকার প্রভাবশালী কয়েকটি পরিবারের বখাটে ছেলেরা এ মেয়েদের পথেঘাটে উত্যক্ত করত। তারা অশ্লীল মন্তব্য করত। বিষয়টি জেনে দুই মেয়ের বাবা একাধিকবার বখাটেদের পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলেছেন। কিন্তু কোনো সমাধান হয়নি। উল্টো বখাটেদের পরিবার থেকে তাঁরা দুর্ব্যবহার ও হাসি-ঠাট্টামূলক কথা শুনেছেন। সম্প্রতি বখাটেদের অত্যাচার চরম পর্যায়ে পৌঁছলে কলেজপড়ুয়া মেয়ের বাবা স্থানীয় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক বখাটেদের কয়েকজনের অভিভাবককে রাগত স্বরে কিছু কথা বলেন।

ময়মনসিংহ

এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয় বখাটের দল। তারা গত ১০ অক্টোবর রাতে পরিকল্পিতভাবে ওই চিকিৎসকের ওপর হামলা চালায়। তাঁর মাথায় কোপ দেয়। এ ছাড়া কুপিয়ে ও পিটিয়ে তাঁর হাত ও পা ভেঙে দেয়। গুরুতর আহতাবস্থায় তাঁকে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গত ১৩ অক্টোবর আহতের ছোট ভাই কোতোয়ালি থানায় একটি মামলা করেন। মামলায় হামলার ঘটনা ছাড়াও মেয়েদের প্রতি বখাটেদের উৎপাত, তাদের অভিভাবকদের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়।

মামলায় আসামি করা হয় জিহান, বাপ্পী (উভয়ের বাবা কাইয়ুম মৌলভী), শাহীন, মাওলান, বোরহান, গোফরান, কাইয়ুম, মারুফ, আলামিন, রাশেদ ও অজ্ঞাতপরিচয় আরো সাত-আটজনকে।

এ ব্যাপারে মামলার বাদী বলেন, 'আমি ও ভাই যখন বখাটেদের অভিভাবকদের কাছে বিচার নিয়ে গেছি, তখন ওরা হাসি-ঠাট্টা করেছে। এরপর রেগে কথা বলায় ভাইকে নির্মমভাবে মেরেছে। ভাইয়ের মাথা ফেটে গেছে এবং হাত-পা ভেঙে গেছে। গত বৃহস্পতিবার হাসপাতাল থেকে ভাইকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অন্তত তিন-চার মাস লাগবে ভাইয়ের সুস্থ হতে।'

মামলার বাদী আরো বলেন, 'প্রধান আসামি জিহান ছাড়া অন্য সবাই জামিনে বের হয়েছে। তারা এখন আরো বেশি হুমকি-ধমকি দিচ্ছে। এর মধ্যে আলামিন নামের এক আসামিকে পুলিশ আটক করলেও এক দিন পরই সে বের হয়ে আসে। ভয়ের কারণে মেয়েরা এখন বাড়ি থেকে বের হওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। আমরাও ভয়ে ভয়ে আছি। সাবধানে পথ চলি। প্রয়োজনে বিকল্প পথে চলি।'

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ও কোতোয়ালি থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আজিজুল হক বলেন, 'তদন্ত চলছে। ডাক্তারি পরীক্ষার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পেলে দ্রুত তদন্তকাজ শেষ করব।'